PRINT

সমকাল

নানা সংকটে রাঙামাটি চারুকলা একাডেমি

নেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা

১১ ঘণ্টা আগে

সত্রং চাকমা, রাঙামাটি

জেলার অন্যতম নৃত্য-সঙ্গীত-চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাঙামাটি চারুকলা একাডেমি চলছে নানা সংকটের মধ্য দিয়ে। একাডেমিক ভবন, নিরাপত্তা বেষ্টনী, আর্থিক, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, উপকরণ ও সরঞ্জামাদি সংকট লেগেই রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সম্পূর্ণ ব্যক্তি উদ্যোগে রাঙামাটি চারুকলা একাডেমি নামে জেলার প্রথম এ চারুশিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন চারুশিল্পী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা। পরে শহরের কাঁঠালতলী এলাকার নিজের ১০ শতক জমিতে নির্মাণ করেন চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। এতে শিক্ষালাভের সুযোগ হয়েছে রাঙামাটিসহ তিন

পার্বত্য জেলার বহু শিক্ষার্থীর। শুরু থেকে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটির শতাধিক শিক্ষার্থী। জাতিসংঘের লোগো এঁকে পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র রিবেং চাকমা। আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন সুনীতি জীবন চাকমাসহ বেশ কয়েকজন। জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন প্রায় ১০০ জন।

সূত্রমতে, রাঙামাটি জেলাসহ তিন পার্বত্য জেলায় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অবদান রাখলেও সরকারের নেই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, মূল্যায়ন ও সম্মাননা। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে একাডেমিক ভবন, নিরাপত্তা বেষ্টনী, আর্থিক, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, উপকরণ ও সরঞ্জামাদি সংকট প্রকট রয়েছে। তার পরও এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ৪০ বছর আঁকড়ে ধরে ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা, সঙ্গীত ও নৃত্য শিখিয়ে চলেছেন চারুশিল্পী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, বর্তমানেও এ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে পড়ুয়া দুই শতাধিক শিশুশিক্ষার্থী চারুকলা, সঙ্গীত ও নৃত্য শিখছে। শিক্ষাদানের জন্য ১১ শিক্ষক স্বেচ্ছায় কাজ করছেন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সামান্য ফি নেওয়া হয়। সেগুলো দিয়ে টুকিটাকি খরচগুলো মেটে না। একাডেমিক ভবনে সংকুলান না হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, উপকরণ ও সরঞ্জাম না থাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তবে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে একটি সম্প্রসারিত ভবন করে দেওয়া হলেও সেটিও অসমাপ্ত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির রক্ষণাবেক্ষণে নিরাপত্তা বেষ্টনী বা দেয়াল নেই। বখাটেরা সব সময় ঢিল মেরে ভবনের বিভিন্ন স্থানে ফুটো করে দেয়। এতে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকতে হচ্ছে।

রাঙামাটি চারুকলা একাডেমি পরিচালনা কমিটির সদস্য অভীক কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও শিক্ষক সৌরভ তঞ্চঙ্গ্যা জানান, প্রতিষ্ঠানটির অনেক অবদান থাকলেও সরকারের কোনো সুনজর নেই। নেই সহায়তার হাত। পৃষ্ঠপোষকতা তো দূরের কথা, পার্বত্য অঞ্চলের এতবড় পারদর্শী, গুণী ও ত্যাগী চারুশিল্পী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যার মূল্যায়ন, সম্মাননা ও স্বীকৃতি পর্যন্ত দিতে পারেনি সরকার। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে?

প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, জমি-সম্পদসহ সবকিছু দিয়ে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে রাঙামাটি চারুকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছি। শুরু থেকে নিজেই শিক্ষা দিয়ে আসছি, এলাকার অসংখ্য শিক্ষার্থীকে। স্বেচ্ছাশ্রমে পরিচালনা করছি প্রতিষ্ঠানটি। শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও ঝাড়ু দেওয়া থেকে শুরু করে সব কাজ করি নিজেই। তিনি আরও বলেন, অনেক কষ্ট করে ছোট শিশুরা শিখতে আসে। অথচ তাদের পর্যাপ্ত কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। ভারতে বনের বানরদের জন্য বরাদ্দ থাকে। কিন্তু আমার প্রতিভাবান কচিকাঁচা শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ৫ টাকার সরকারি সহায়তা মেলে না। এর চেয়ে আর কী বলার রয়েছে।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com